৬জন মৃতের ঘটনাবলী

(Bangla)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

এই বিষয়বস্তু "গীবত কি তাবাকারিয়াঁ" এর ১৯৪ থেকে ২১০ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

৬জন মৃতের ঘটনাবলী

আত্তারের দোয়াঃ হে **আল্লাহ পাক!** যে ব্যক্তি এই **"৬জন মৃতের ঘটনাবলী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে হালাল রিযিক খাওয়ার এবং সন্তান সন্ততিদেরও হালাল খাবার খাওয়ানোর তৌফিক দান করো আর তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশতবার (১০০) দরূদ শরীফ পাঠ করলো, তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক (কপটতা) ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখা হবে।" (মু'জাম আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস ৭২৩৫)

৬জন মৃতের ভয়ানক ঘটনাবলী

মানুষের শিক্ষার জন্য মৃত মুসলমানদের দোষত্রুটি বর্ণনা করাতে শরীয়তের কোন বাধা নেই, তাইতো

মুহাদ্দিসীনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام মুসলমানদেরকে গুনাহের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করার জন্য কিতাবাদিতে মৃত কাফির ছাড়াও বদ মাযহাবী এবং মুসলমানদের আযাবেরও আলোচনা করেছেন, অতএব এব্যাপারে ৬জন মৃতের ভয়ানক ঘটনাবলী অবলোকন করুন:

(১) আগুনের পোশাক

হযরতে সায়্যিদুনা আবু রাফে رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে জান্নাতুল বাক্বী দিয়ে গমন করলাম, তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: উফ! উফ! তখন আমি মনে করলাম যে, সম্ভবত **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে উদ্দেশ্য করছেন। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার কি কোন ভূল হয়েছে? ইরশাদ করলেন: না, বরং এই কবরস্থ ব্যক্তিটিকে আমি অমুক গোত্রের নিকট সদকা সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়েছিলাম, তখন সে একটি চাদর বিশ্বাসঘাতকতা করে রেখে দিয়েছিলো। অবশেষে তেমনি আগুনের পোশাক তাকে পরিধান করিয়ে দেয়া হয়েছে। (নাসায়ী, ১/১৫০, হাদীস ৮৫৯)

www.dawateislami.net

রাসুলে পাক ﷺ এর নিকট কোন কিছু গোপন নেই

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! শিক্ষা প্রদানের জন্য এই হাদীসে পাকে মৃত ব্যক্তির কবরের আযাবের উল্লেখ করা হয়েছে। এই বর্ণনা থেকে এটাও প্রকাশ্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ** প্রদত্ত অদৃশ্যের জ্ঞানও জানেন, তাইতো কবরে হওয়া আযাবের পাশাপাশি আযাবের কারণ সম্পর্কেও সাথেসাথেই ইরশাদ করে দিলেন।

আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিরূপ চমৎকার বিশ্বাস ছিলো। তাঁর রচিত হাদায়িকে বখশিশ শরীফের পংক্তিটি পড়ুন এবং ঈমানকে সতেজ করুন।

সরে আরশ পর হে তেরি গুযার দিলে ফরশ পর হে তেরি নযর
মালাকুত ওয়া মুলক মে কোয়ি শে নেহি ওহ জু তুঝ পে ই'য়া নেহি

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

(অর্থাৎ **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আরশ হলো আপনার গমনস্থল আর ফরশ (জমিন) আপনার দৃষ্টির আওতায়। মোটকথা ফিরিশতা হোক

বা রূহ জগত, জগতের এমন কোন জিনিসও নেই যা **আপনার** নিকট গোপন আছে।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) বেদ্বীনের ঘাড়ে সাপ

হাফেয আবু খাল্লাল **"কারমাতুল আউলিয়া"** নামক কিতাবে স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন: আমাকে আব্দুল্লাহ বিন হাশিম বলেছেন: আমি একজন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে গিয়েছিলাম, যখন আমি তার শরীরের কাপড় খুললাম, তখন তার ঘাড়ে সাপ জড়িয়ে ছিলো! আমি ঐ সাপকে বললাম: আপনাকে তার উপর নিযুক্ত করা হয়েছে আর আমাদের তাকে গোসল দিতে হবে, যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আমরা তাকে গোসল দিয়ে দিই, অতঃপর আপনি আবারো আপনার স্থানে ফিরে আসবেন, তখন সাপটি সরে এক কোণায় চলে গেলো। যখন আমরা তাকে গোসল দিলাম, তখন সাপটি নিজের স্থানে ফিরে এলো। এই লোকটি বেদ্বীনিতে (তথা পথভ্রষ্টতায়) প্রসিদ্ধ ছিলো।

(শরহুস সুদুর, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

(৩) গলায় সাপ পেছাঁনো ছিলো

হযরত আবু ইসহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাকে একজন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার জন্য ডাকা হলো, যখন আমি তার চেহারা থেকে কাপড় সরালাম, তখন তার গলায় সাপ পেছাঁনো ছিলো, লোকেরা বললো: লোকটি সাহাবায়ে কিরামকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان গালি দিতো। (مَعَاذَالله) (শরহুস সুদুর, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

সাহাবাদের সম্পর্কে আল্লাকে ভয় করো!

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! مَعَاذَ الله সাহাবা কিরামকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان গালি দেয়া গুনাহ, গুনাহ, কঠোর গুনাহ, অকাট্য হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ১৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"সাওয়ানেহে কারবালা"** কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার সাহাবীদের ব্যাপারে **আল্লাহ**কে ভয় করো! **আল্লাহ**কে ভয় করো!! তাঁদেরকে আমার পরবর্তিতে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না, যে তাঁদেরকে ভালবাসলো, আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই ভালবাসলো আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো,

আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো, যে তাঁদের কষ্ট দিলো সে আমাকে কষ্ট দিলো, যে আমাকে কষ্ট দিলো, নিঃসন্দেহে সে **আল্লাহ পাককে** কষ্ট দিলো, যে **আল্লাহ পাককে** কষ্ট দিলো, অতি শীঘ্রই **আল্লাহ পাক** তাকে পাকড়াও করবেন। (তিরমিযী, ৫/৪৬৩, হাদীস ৩৮৮৮)

সাহাবা কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মুসলমানদের উচিত, সাহাবায়ে কিরামের (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) প্রতি একান্ত সম্মান প্রদর্শন করা এবং অন্তরে তাঁদের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসাকে স্থান দেয়া। তাঁদের প্রতি ভালবাসা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা আর যে হতভাগা সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শানে বেয়াদবীমূলক কথা বলে, সে **আল্লাহ পাক** ও **রাসুল** (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শত্রু। মুসলমানরা এরূপ ব্যক্তির পাশে বসবে না। (সাওয়ানেহে কারবালা, ৩১ পৃষ্ঠা) আমার আক্বা, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন:

আহলে সুন্নত কা হে বেড়া পার আসহাবে হুযুর
নযম হে অউর না'ও হে ই'তরাত রাসুলুল্লাহ কি

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের তরী পার হয়ে যাবে, কেননা সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হলেন তাদের জন্য নক্ষত্রের ন্যায় আর পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين হলো নৌকা স্বরূপ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) কবরে ভয়ানক কালো সাপ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর খেদমতে কিছু লোক উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: আমরা হজ্জের সফরে বের হলাম, পথিমধ্যে ‘সিফাহ’ নামক স্থানে আমাদের কাফেলার একজন লোক মারা গেলো। আমরা যখন তার জন্য কবর খনন করলাম তখন অনেক বড় একটি কালো সাপ বসা দেখতে পেলাম, যে কবর জুড়ে রেখেছিলো, তা ছেড়ে আরেকটি কবর খনন করলাম, তখন তাতেও ঐ সাপটি দেখতে পেলাম। আপনার খেদমতে এই জটিল সমস্যাটির সমাধানের জন্য উপস্থিত হয়েছি। হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বললেন: “এটা তার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি, যা সে এতে লিপ্ত হতো।” আর বায়হাকীর বর্ণনা

এরূপ: ذَاكَ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ অর্থাৎ “এটা তার আমলেরই শাস্তি, যা সে করতো।” আপনারা তাকে সেই দু’টি কবরের যেকোন একটিতে দাফন করে দিন, **আল্লাহ**র শপথ! যদি এই দুনিয়ার সমস্ত জমিও খনন করেন, তবুও সব জায়গায় এমনই দেখতে পাবেন।” অবশেষে আমরা তাকে সাপে ভরা কবরে দাফন করে দিলাম। ফিরে এসে আমরা তার মালামাল তার পরিবারকে দিয়ে দিলাম এবং তার বিধবা স্ত্রীকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে আমাদের বললো: সে খাবার বিক্রি করতো এবং তা থেকে নিজের পরিবারের জন্য কিছু নিয়ে নিতো, অতঃপর স্বল্পতা পূরণ করার জন্য ততটুকু ভেজাল মিলিয়ে দিতো।

(শরহুস সুদুর, ১৭৪ পৃষ্ঠা। শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩৩৪, হাদীস ৫৩১১)

ধোঁকাবাজরা জাহান্নামী

হে আশিকানে রাসূল! দেখলেন তো আপনারা! প্রয়োজনে শিক্ষা গ্রহণের জন্য মৃত ব্যক্তির দোষত্রুটি বর্ণনা করা জায়িয ছিলো, তাইতো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا সেই মৃত হাজীর দোষ বর্ণনা করেছেন, তাছাড়া জায়িয হওয়ার কারণেই উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণ এই ঘটনাটিকে নিজ নিজ কিতাবে সংকলন করেছেন। এই ঘটনা

থেকে ভেজাল মিশিয়ে ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করার ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে জানা গেলো। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনার ৪৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বয়ানাতে আত্তারীয়া"** ১ম খন্ডের ২১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমাদের সাথে প্রতারনা করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং প্রতারক ও ধোঁকাবাজ জাহান্নামে যাবে। (মু'জামু কবীর, ১০/১৩৮, হাদীস ১০২৩৪) অপর এক বর্ণনায় **রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না: (১) ধোঁকাবাজ (২) কৃপণ (৩) উপকারের খোঁটা প্রদানকারী। (তিরমিযী, ৩/৩৮৮, হাদীস ১৯৭০)

মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রির জায়িয পন্থা

এখান থেকে ঐ সকল লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা মিশ্রিত দ্রব্যাদি ধোঁকার মাধ্যমে বিক্রি করে থাকে। যদি মৃত্যুর পর পাকড়াও করা হয়, তবে কি হবে! যদি দ্রব্য মিশ্রিত হয় এবং গ্রাহককে মিশ্রণের পরিমাণ জানিয়ে দেয়া হয় কিংবা মিশ্রণের চিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখা যায়, তবে এরূপ দ্রব্য বিক্রি করা জায়িয আর এতে কোন কিছু গোপন করলো না, যেমন; মিশ্রণের পরিমাণ জানালো কিন্তু কম জানালো, যেমন

ধরুন ৫০ ভাগ মিশ্রণ ছিলো আর ২৫ ভাগ বলা হলো অথবা যতটুকু মিশ্রণ উপরিভাগে দেখা যাচ্ছিলো নিচে তার চেয়েও বেশী পরিমাণে মিশ্রণ ছিলো আর তা প্রকাশ করেনি তবে তা নাজায়িয। অনুরূপভাবে ধোঁকা দেয়ার জন্য উপরে ভাল ফল আর নিচে পচাঁগলা ফল পূর্ণকারী এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য দ্রব্যদিতেও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া ব্যক্তিদের তা থেকে বিরত থাকা উচিত।

ধোঁকা বা'যি মে নুহুসত হে বড়ি   ইয়াদ রাখ ইস কি সাযা হো গি কড়ি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   ❀❀❀   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله!   اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   ❀❀❀   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) পাখির বমি থেকে মানুষ বের হয়ে এলো!

ইসমা আব্বাদানি বলেন: আমি কোন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ আমি একটি গির্জা দেখলাম, গির্জায় এক পাদ্রীর আশ্রম ছিলো, সেখানে বসবাসরাত পাদ্রীকে আমি বললাম: তুমি এই (নির্জন) স্থানে যা সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য ও বিস্ময়কর জিনিস দেখেছো, তা আমাকে বলো! তখন সে বললো: আমি একদিন এখানে উট পাখির মতো একটি দৈত্য

www.dawateislami.net

আকৃতির সাদা পাখি দেখলাম, পাখিটি ঐ পাথরের উপর বসে বমি করলো, তা থেকে একটি মানুষের মাথা বের হয়ে এলো, পাখিটি ক্রমাগত বমি করছিলো আর মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বের হয়ে আসছিলো এবং বিদ্যুদের গতিতে পরস্পর জোড়া লেগে যাচ্ছিলো, একপর্যায়ে তা একটি পরিপূর্ণ মানুষের আকার ধারণ করলো! সেই মানুষটি যখনই উঠার চেষ্টা করলো, সেই দানব আকৃতির পাখিটি তাকে ঠোকর মারলো এবং টুকরো টুকরো করে দিলো, অতঃপর গিলে ফেললো। কয়েকদিন যাবত এই ভীতিকর দৃশ্য দেখছিলাম, এতে আমার বিশ্বাস **আল্লাহর** কুদরতের প্রতি বেড়ে গেলো যে, সত্যিই **আল্লাহ পাক** মরার পর পুনরায় জীবিত করতে পারেন। একদিন আমি সেই দানব আকৃতির পাখিটির মনোযোগ আকর্ষন করলাম এবং বললাম: হে পাখি! আমি তোমাকে ঐ সত্তার শপথ দিয়ে বলছি, যে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, এবার যখন সেই মানুষটি পূর্ণতা লাভ করবে, তুমি তাকে এভাবে থাককে দিবে, যাতে আমি তার থেকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি? তখন সেই পাখিটি আমাকে স্পষ্ট আরবী ভাষায় বললো: আমার **প্রতিপালকই** সর্বময় ক্ষমতার অধিপতি ও চিরঞ্জিব, সকল কিছুই নশ্বর আর **তিনিই** অবিনশ্বর, আমি **তাঁরই** একজন ফিরিশতা আর এই ব্যক্তির

www.dawateislami.net

উপর নিযুক্ত করা হয়েছে, যাতে তার গুনাহের শাস্তি দিতে থাকি। যখন বমিতে সে লোকটি বের হলো, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে নিজের আত্মার প্রতি অত্যাচারী মানব! তুমি কে আর তোমার ঘটনা কি? সে উত্তর দিলো: "আমি হলাম মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর হত্যাকারী আব্দুর রহমান ইবনে মুলযিম, যখন আমি মারা গেলাম, তখন **আল্লাহ পাকের** সামনে আমার রূহ উপস্থিত করা হলো, তিনি আমার আমলনামা আমার হাতে দিলেন, যাতে আমার জন্ম থেকে শুরু করে হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে শহীদ করা পর্যন্ত যাবতীয় নেকী ও গুনাহ লিপিবদ্ধ ছিলো। অতঃপর **আল্লাহ পাক** এই ফিরিশতাকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেনো কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে শাস্তি দেয়।" এ কথা বলে সে চুপ হয়ে গেলো এবং দানব আকৃতির পাখিটি তাকে ঠোকর মারলো এবং তাকে গিলে ফেললো অতঃপর উড়ে চলে গেলো। (শরহুস সুদুর, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

ইবনে মুলজিম মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে কেন শহীদ করলো?

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! দেখলেন তো আপনারা! মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর

www.dawateislami.net

হত্যাকারী, যে একজন খারেজী, বদদ্বীন ও পথভ্রষ্ট ছিলো, তার কিরূপ করুণ পরিণতি হলো! সেই দূর্ভাগা কেনো এত বড় গুনাহ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলো, সে প্রসঙ্গে হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **“মুস্তাদরাক”** এর উদ্ধৃতিতে লিখেন: ইবনে মুলজিম কাতাম নামের এক খারেজী মহিলার প্রেমের ফাঁদে বন্দী হয়ে পড়েছিলো, সে বিবাহের জন্য মোহর হিসেবে তিন হাজার দিরহাম এবং হযরত মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে হত্যার দাবী করেছিলো। (তারিখুল খোলাফা, ১৩৯ পৃষ্ঠা। মুস্তাদারিক, ৪/১২১, নম্বর ৪৭৪৪)

আফসোস! রূপক ভালবাসায় ইবনে মুলজিম অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং সে হযরত মওলায়ে কায়েনাত, মওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর মতো মহান মনিষীকে শহীদ করে দিলো, এই হতভাগা সে মহিলাটিকে পেলো কোথায়, সাথেসাথেই এই শাস্তি পেয়ে গেলো যে, দেখতে না দেখতেই লোকেরা তাকে ধরে ফেললো, অবশেষে তার দেহকে খন্ড বিখন্ড করে একটি টুকরিতে পুরে আগুন লাগিয়ে দিলো আর সে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো! এবং মরার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তার অব্যাহত থাকা এই লোমহর্ষক আযাবেরও আপনারা বর্ণনা শুনলেন। সেই দূর্ভাগা একূলও হারালো ওকূলও হারালো। হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যথার্থই বলেছেন: “কামভাবের ক্ষনিকের জন্য অনুসরণ দীর্ঘ অশান্তির জন্ম দেয়।” (এতটুকু পর্যন্ত সাহাবীর উক্তি) (তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৭/১৭৩) কাবিলও তো কামভাবের কারণেই হযরত সায়্যিদুনা হাবিল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে শহীদ করে ধ্বংস হয়েছিলো এবং ধ্বংসটাও কেমন ছিলো যে, শুধু শুনলেই শরীর শিউরে উঠতে হয়! তো এই ঘটনাটাও অবলোকন করুন এবং কামভাবের আপদ থেকে **আল্লাহ পাকের** আশ্রয় প্রার্থনা করুন:

(৬) হাউযে উল্টো ঝুলানো লোক

আব্দুল্লাহ বলেন: আমরা কয়েকজন লোক সামুদ্রীক সফরে বের হলাম। ঘটনাক্রমে কয়েকদিন যাবত অন্ধকার ছেয়ে রইলো, যখন আলো দেখা গেলো তখন একটি বসতি এসে গেলো। আব্দুল্লাহ বলেন: আমি পান করার জন্য পানির সন্ধানে বের হলাম কিন্তু বসতির দরজা বন্ধ ছিলো, আমি অনেক ডাকাডাকি করলাম, কেউ সাড়া দিলো না, ইত্যবসরে দু’জন অশ্বারোহী প্রকাশ হলো, তারা বললো: হে আব্দুল্লাহ! এই গলি দিয়ে প্রবেশ করো তথায় তুমি পানির একটি হাউয পাবে, তা থেকে পানি পান করে নিও এবং সেখানকার দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ো না। আমি তাদের থেকে ঐ বন্ধ দরজা

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যাতে বাতাস বইছিলো, তারা বললো: “এটা হলো ঐ ঘর যাতে মৃতদের রূহ অবস্থান করে।” অতঃপর আমি হাউযে পৌঁছলাম, সেখানে আমি দেখলাম যে, এক ব্যক্তি পানির উপর উল্টো হয়ে ঝুলে আছে, সে তার হাত দ্বারা পানি নিতে চাচ্ছিলো, কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছিলো, আমাকে দেখে ডাকতে লাগলো: হে আব্দুল্লাহ! আমাকে পানি পান করাও। আমি পাত্র নিয়ে ডুবালাম যাতে তাকে পানি পান করাতে পারি কিন্তু কেউ আমার হাত ধরে ফেললো, আমি সেই ঝুলন্ত লোকটিকে বললাম: হে **আল্লাহ**র বান্দা! তুমি দেখলে যে, আমি আমার পক্ষ থেকে চেষ্টা করেছি তোমাকে পানি পান করানোর জন্য, কিন্তু আমার হাত ধরে ফেলা হলো, তুমি আমাকে তোমার ঘটনা বলো। সে বললো: আমি হযরত আদম عَلَيۡهِ السَّلَام এর ছেলে (কাবিল), যে দুনিয়ায় সর্বপ্রথম হত্যা করেছিলো। (মওসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৬/২৯৭, নম্বর ৪৮)

কাবিলের কলঙ্কময় অধ্যায়

হে আশিকানে রাসূল! কাবিল প্রথমদিকে মুসলমান ছিলো, পরবর্তীতে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো, সেই দুনিয়ায় সর্বপ্রথম হত্যা করেছিলো, দুনিয়ায় সে এই শাস্তি পেয়েছে যে, হত্যার সাথেসাথেই তার শরীরের ফর্সা রঙ কালো রঙে

www.dawateislami.net

রূপান্তরিত হয়ে গেলো, অন্তর একদম পাষাণ হয়ে গেলো, নিজের বোন ইকলিমাকে নিয়ে এডেনের দিকে পালিয়ে গেলো, হারাম সন্তানহলো, যখন বৃদ্ধ হলো তখন তার সন্তান তাকে পাথর নিক্ষেপ করতো, অবশেষে নিজের সন্তানের পাথরের আঘাতে মারা গেলো। মৃত্যু পরবর্তি লোমহর্ষক শাস্তির ঘটনা আপনারা শুনেছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাবিলের কলঙ্কময় অধ্যায় বর্ণনা করে বলেন: হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর আদেশ অমান্য করা, নাজায়িয বিবাহের ইচ্ছা করা, হাবিলকে হত্যার ইচ্ছা করা, হাবিলকে হত্যার পর মুরতাদ হয়ে যাওয়া, বাদ্যযন্ত্র ও তাশ আবিষ্কার করা। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: মুরতাদ ও বেদ্বীনের নবীজাদা হওয়া একেবারেই নিষ্ফল, নবীজাদা হওয়া কেবল ঈমানের সহিতেই উপকারী, দেখুন কাবিল নবীজাদা ছিলো কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেলো। (তাফসীরে নঈমী, ৬/৩৬১-৩৬২)

তেরি রাহমাতোঁ হি সে ঈমাঁ মিলা হে
না হো আব ইয়ে মুঝ সে জুদা ইয়া ইলাহী
মুসলমাঁ হে আত্তার তেরি আ'তা সে
হো ঈমান পর খাতেমা ইয়া ইলাহী

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দরসে অংশগ্রহণ আমার সংশোধনের মাধ্যম হয়ে গেলো

ঈমান হিফাযতের প্রেরণা পেতে, গীবত করা ও শুনার অভ্যাস পরিহার করতে, নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়তে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফল জীবন ও আখিরাত সজ্জিত করার জন্য নেক আমল অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন নিজের আমল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পুস্তিকা পূরণ করুন এবং প্রত্যেক আরবী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন। ফয়যানে সুন্নাতের দরস, ইনফিরাদী কৌশিশ, রমযানুল মুবারক মাসে আশিকানে রাসূলের সাথে ই'তিকাফেরও অশেষ বরকত রয়েছে! আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার আপনাদেরকে শুনাই। কাশ্মিরের এক ইসলামী ভাই প্রথম বর্ষে লেখাপড়া করতো, কলেজে প্রথম বর্ষে ছিলো, সিনেমা নাটক দেখা এবং গান বাজনা শুনার আগ্রহ পাগলের মতো ছিলো, এমনকি সেই গাড়িতেও উঠতো না যে গাড়িতে গান বা সিনেমা চলতো না! তাদের কলোনিতে **দা'ওয়াতে**

www.dawateislami.net

ইসলামীর এক ইসলামী ভাই আগমন করলো, তিনি ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিলেন এবং একটি দোয়া মুখস্ত করালেন। এতে সে খুবই প্রভাবিত হলো, এরপর থেকে ফয়যানে সুন্নাতের দরস শুনা শুরু করে দিলো। তার দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার একটি বড় কারণ ছিলো তার এলাকার এক মুবাল্লিগের সুন্দর চরিত্র, উত্তম আচরন, নেক আমলের প্রেরণা এবং ভালবাসাপূর্ণ ভঙ্গিতে ইনফিরাদী কৌশিশ করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে রমযানুল মুবারক মাসে আশিকানে রাসূলের সাথে দশদিনের ই'তিকাফেরও সৌভাগ্য অর্জন করলো। এতে তার উপর গভীর প্রভাব পড়লো এবং সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো, কাশ্মিরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি "মজলিশ" এর নিগরান হয়েছে এবং কাশ্মিরের একটি ডিভিশনের নিগরানের দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ফয়যানে সুন্নাতের দরসের বরকতে দ্বীনি পরিবেশের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলো, ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশ ও মমতাপূর্ণ আচরণ তার আগ্রহকে আরো বেগবান করলো এবং শতকোটি মারহাবা! দ্বীনি পরিবেশে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা রমযানের ই'তিকাফ গুনাহের গভীর সমূদ্রে নিমজ্জিত মানুষকে

সহায়তা করে উদ্ধার করলো এবং এত মহান মর্যাদা প্রদান করলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অসংখ্য যিম্মাদারেরও যিম্মাদার করা হলো। হায়! যদি সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন (বিশেষ করে ছোট বড় সকল যিম্মাদারগণ) দৈনিক দু'টি ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেয়া বা শুনার ব্যবস্থা করতো।

কবরের আলো

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**ফয়যানে সুন্নাত**" এর ১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: দরস ও বয়ানের সাওয়াবের কথাই বা কি বলবো! হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ "**শরহুস সুদূর**" নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেন: **আল্লাহ পাক** হযরত মুসা কালিমুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام এর নিকট অহি প্রেরণ করলেন: "কল্যাণের বিষয় নিজেও শিখো এবং অপরকেও শিখাও, আমি কল্যাণের বিষয় শিখা ও শিক্ষা প্রদানকারীর কবরকে আলোকিত করবো, যাতে তাদের কোন প্রকার আতঙ্ক অনুভব না হয়।"

(হিলয়াতুল আওলিয়া, ৬/৫, হাদীস ৭৬২২)

কবর জ্বলমল করবে

এই বর্ণনা থেকে নেকীর বিষয় শিখা ও শিক্ষা প্রদানের প্রতিদান ও সাওয়াব সম্পর্কে জানা গেলো। اِنْ شَآءَ الله শিখা ও শিখানোর নিয়্যতে সুন্নাতে ভরা বয়ানকারী বা দরসদাতা ও শ্রবণকারীর তো সৌভাগ্যই নসীব হয়ে গেলো, اِنْ شَآءَ الله তাদের কবর ভেতরে জ্বলমল করবে আর তাদের কোনরূপ ভয় অনুভব হবে না। ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে ইনফিরাদী কৌশিশের করে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী, মাদানী কাফেলায় সফর ও পর্যবেক্ষণ করে নেক আমল পুস্তিকা প্রতিদিন পূরণ করার উৎসাহ দানকারী ও সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত প্রদানকারী, তাছাড়া সাওয়াবের নিয়্যতে মুবাল্লিগের নেকীর দাওয়াত শ্রবণকারীর কবরও اِنْ شَآءَ الله **নূরানী রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের সদকায় আলোকময় হবে।

কবর মে লেহরায়েঙ্গে তা হাশর চশমে নূর কে
জলওয়া ফরমা হোগি জব তালআ'ত রাসুলুল্লাহ কি

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন দাওয়াতে গীবতের ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কোথাও খাবারের দাওয়াতে গমন করলেন, লোকেরা পরস্পর বললো যে, অমুক ব্যক্তি এখনো পর্যন্ত আসেনি। এক ব্যক্তি বললো: সে মোটা তো বড়ই আলসে। এতে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজেকে তিরষ্কার করে বলতে লাগলেন: আফসোস! আমার পেটের কারণেই আমার উপর এই আপদ আসলো যে, আমি এমন এক মজলিসে (বৈঠকে) পৌঁছে গেছি যেখানে একজন মুসলমানের গীবত করা হচ্ছে। একথা বলে সেখান থেকে ফিরে চলে গেলেন এবং (এই অনুশোচনায়) তিন (অপর এক বর্ণনায়) সাতদিন পর্যন্ত খাবার খাননি। (তানবীহুল গাফেলীন, ৮৯ পৃষ্ঠা)

কাউকে অলস ইত্যাদি বলা সম্পর্কে ১৯টি উদাহরন

হে আশিকানে আউলিয়া! দেখলেন তো আপনারা! **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দারা মুসলমানের মানহানিকে মোটেই সহ্য করতেন না এবং এমন বৈঠক ও দাওয়াতও বর্জন করতেন, যেখানে মুসলমানের গীবত হয়। আমরা কি কখনো কোন গীবতে ভরা দাওয়াত বা বৈঠক থেকে “ওয়াক আউট (অর্থাৎ হেটে বেরিয়ে যাওয়া)” করেছি? তবে হ্যাঁ,

বেরিয়ে আসার পূর্বে আপনার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে, অর্থাৎ যদি প্রবল ধারণা হয় যে, আপনি বুঝালে গীবতকারীরা তাওবা করে নেবে, তবে তো তাদেরকে গীবত করা থেকে নিবৃত্ত করা আপনার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে আর যদি এরূপ অবস্থা না হয়, তবে যেভাবেই সম্ভব গীবত শুনা থেকে বিরত থাকুন এবং যদি ফিতনা ফ্যাসাদের আশঙ্কা না থাকে তবে সেখান থেকে উঠে চলে যান। যেহেতু গীবত করার বৈধ পন্থাও রয়েছে, তাই বুঝানো ও প্রস্থানকারীর এতটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যাতে সে এটা বুঝতে পারে যে, আসলেই গুনাহে ভরা গীবত হচ্ছে। এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, কারো অনুপস্থিতিতে "মোটা" এবং "অলস" বলাও গীবতের অন্তর্ভূক্ত। মোটা ও অলস উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ অর্থাৎ কোন ভারী শরীর বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে শরয়ী অনুমতি ব্যতীত মোটা বললো, তবুও গীবত, তদ্রুপ শরয়ী অনুমতি ব্যতীত কারো অনুপস্থিতিতে তাকে ✲ অলস ✲ দূর্বল ✲ নিষ্কর্মা ✲ ঢিলা ✲ কামচোর ✲ অকেজো ✲ নাককাটা ✲ গেয়োঁ ✲ মূর্খ ✲ অশিক্ষিত ✲ অল্পজ্ঞান ✲ বোকা ✲ নির্বোধ ✲ অবুঝ ✲ পাগলা ✲ বাউলা ✲ হাবলা ✲ অথর্ব ✲ মতিভ্রম ইত্যাদি বলাও গীবত।

মেরে সর পে ই'সইয়াঁ কা বার আ'হ মওলা!
বাড়া জাতা হে দম বদম ইয়া ইলাহী
যমি বোঝ সে মেরে ফাটতি নেহী হে
ইয়ে তেরা হি তো হে করম ইয়া ইলাহী

(হাদায়িকে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উভয় জগতের লাঞ্চনা

আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** শরীফের ২৪তম খন্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় বলেন: যে মজলুমকে সাহায্য করতে সক্ষম আর করলো না, তবে তার জন্য রয়েছে লাঞ্চনার শাস্তি। হাদীস শরীফে রয়েছে, **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির সামনে তার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা হয় আর সে তার সাহায্য করতে সক্ষম এবং করলো না, **আল্লাহ পাক** তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পাকড়াও করবেন।" (যাম্মুল গীবত লিইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/১৩৪, নম্বর ১০৮) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই খন্ডের ৪২৬-৪২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির সামনে কোন মুসলমানকে অপমান করা হলো এবং সে সামর্থ্য থাকার পরও তাকে সাহায্য করলো না, তবে কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তাকে মানুষের সামনে অপমানিত ও অপদস্থ করবেন।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৪১২, হাদীস ১৫৯৮৫)

আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাক লিখার পর লিখেন: অনুমান করা যায় যে, মুসলমানের (গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে) অসম্মান করতে দেখে নীরব থাকা এমন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অপদস্থ হওয়ার) শাস্তির কারণ হবে, তো নিজেই তাকে (অর্থাৎ কোন মুসলমানকে গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে) অপদস্থ করার মানসে থাকা এবং যেই (পদ ও) মর্যাদার কারণে তার মুসলমানের মাঝে সম্মান অর্জিত হয়েছে, তাতে (গীবত, অপবাদ এবং কুধারণা ইত্যাদির মাধ্যমে) বাধা দেয়া চেষ্টা করা কীরূপ শাস্তি ও **আল্লাহ পাকের** গযবের কারণ হবে! (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪২৬-৪২৭)

আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান কেইবা ছিনিয়ে নিতে পারে!

হে আশিকানে আলা হযরত! বর্ণিত রেওয়ায়াত ও আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণীসমূহ থেকে ঐসকল লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা শরয়ী অনুমতি ব্যতিত

www.dawateislami.net

কোন সুন্নী আলিম, ধর্মীয় নেতা, প্রধান, কোন সংগঠনের যিম্মাদার বা যেকোন সাধারণ মুসলমানের পেছনে লেগে থাকে। তাকে অভিযোগের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে, তার মানহানী করতে তৎপর থাকে, এভাবে গীবত, চুগলি, অপবাদ, কুধারণা, দোষ অন্বেষণ, মনে কষ্ট দেয়াসহ জানিনা কোন কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। যাকে **আল্লাহ পাক** সম্মানিত করেছেন, তার সম্মান কেইবা হরন করতে পারবে! শুনো! শুনো! যে হতভাগা শরয়ী কারণ ব্যতিত কোন মুসলমানের বিরোধীতা করে, তার দূর্নাম ছড়ায়, তার ব্যাপারে কোরআনে করীম কি বলে! ১৮তম পারার সূরা আন নূরের ১৯ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیۡنَ یُحِبُّوۡنَ اَنۡ تَشِیۡعَ الۡفَاحِشَۃُ فِی الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ۙ فِی الدُّنۡیَا وَ الۡاٰخِرَۃِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসকল লোক, যারা চায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে।

মুঝে গীবতোঁ সে তু মাহফুয ফরমা পায়ে সরওয়ারে দু জাহাঁ ইয়া ইলাহী
জু শাহে মদীনে কি না'তেঁ সুনায়ে আ'তা করদে এ্যয়সে যবা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

تُوْبُوْا اِلَى الله!　　اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　❀❀❀　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলে পাক ﷺ স্বপ্নে ইরশাদ করলেন

গীবত করা ও শুনার অভ্যাস পরিহার করতে, নামায ও সুন্নাতের উপর আমলের অভ্যাস গড়তে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সাফল্য মন্ডিত জীবন অতিবাহিত করা ও আখিরাতকে সজ্জিত করতে নেক আমল অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন নিহের আমলের পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে তা প্রত্যেক আরবী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন। আসুন! "মসজিদ ভরো ইজতিমার" একটি অনন্য মাদানী বাহার শুনি। অতএব اَلْحَمْدُ لِلّٰه ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০৪ ইং রোজ জুমা মুবারক টরি মিরওয়াহ জেলার "ঘোঠ হাজী ইলইয়াস খাস খায়লী" নামক এলাকার জিলানী মসজিদে ইশার নামাযের পর "মসজিদ ভরো ইজতিমা" অনুষ্ঠিত হলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ সুন্নাতে ভরা বয়ান করলো এবং আশিকানে রাসূলের দ্বীনি

www.dawateislami.net

সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আন্তর্জাতিক ইজতিমায় (সেপ্টেম্বর, ২০০৪ ইং) অংশগ্রহণ এবং মাদানী কাফিলায় সফরের ভরপুর উৎসাহ প্রদান করা হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাথেসাথেই ৭জন ইসলামী ভাই ১২দিনের মাদানী কাফিলায় সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। সেই রাতেই সেই গ্রামের এক সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই যে দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে ঘুমাতো, সে স্বপ্নে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করলো, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে সালাম প্রদান করার পর নিজেই স্বীয় পরিচয় দান করলেন যে, আমি হলাম **মুহাম্মদ** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং যা কিছু ইরশাদ করেছিলেন তন্মধ্যে এটাও ছিলো যে, "তোমাদের গ্রামে বিশেষ অনুগ্রহ হয়ে গেলো।" আরো ইরশাদ করলেন: "যে তার চেহারায় দাড়ি সজ্জিত করলো, তার আমার প্রতি ভালবাসা রয়েছে আর যে দাড়ি মুন্ডন করলো তার আমার প্রতি ভালবাসা নেই এবং তুমি প্রতিরাতে তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়্যত করে থাকো, কিন্তু অলসতা করো, উঠো এবং তাহাজ্জুদ আদায় করো।" যখন ভরা মাহফিলে ঐ ইসলামী ভাই শপথ করে তার স্বপ্নের বর্ণনা দিলো, তা শুনে অনেক ইসলামী ভাই চেহারায় দাড়ি সজ্জিত করার এবং মাদানী কাফিলায় সফর করার নিয়্যত করলো।

www.dawateislami.net

গোঠ মে গাওঁ মে, ধুপ মে ছাওঁ মে
সব সে কেহতি রাহে, কাফেলে মে চলো
জঙ্গল ও কোহ মে, কোহ কি খোহ মে
দেয় কে ঢংকে বাজেঁ, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদ ভরো ইজতিমা মারহাবা!

হে আশিকানে রাসূল! سُبْحٰنَ الله! "মসজিদ ভরো ইজতিমার" কী অপূর্ব বরকত! অনেক সময় দেখা যায় রাজনৈতিক পর্যায়ে "জেল ভরো" কার্যক্রম চালানো হয়ে থাকে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেহেতু সুন্নাতে ভরা আশিকানের রাসূলের দ্বীনি সংগঠন, তাই তারা মসজিদ ভরো এর সংকল্প করে থাকে এবং চায় যে, ব্যস যেকোন ভাবে উম্মতের আবল বৃদ্ধ সকলেই নামাযী হয়ে যাক। এই মাদানী বাহারের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে স্বপ্নযোগে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বার্তা: 'যে চেহারায় দাড়ি সজ্জিত করলো তার আমার প্রতি ভালবাসা রয়েছে, আর যে দাড়ি মুন্ডন করলো তার আমার প্রতি ভালবাসা নেই।' স্বপ্নের এ বাণীর সমর্থন এই হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায় যাতে **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

www.dawateislami.net

করেন: “যে আমার সুন্নাত অবলম্বন করবে, সে আমার আর যে আমার সুন্নাত বর্জন করবে সে আমার নয়।”

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৮/১২৭, নম্বর ৪৪৯৬)

দাড়ি সম্পর্কিত একটি শিক্ষনীয় স্বপ্ন

আমি তথা লিখক (সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ) **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলার সাথে বিভিন্ন শহর সফর করতে করতে ভারতের গুজরাটের সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর “ওয়াইরাওয়ালে” উপস্থিত হলাম, সেখানে একজন ক্লিন শেভড যুবকের সাথে সাক্ষাত হলো, যে আমাকে কিছুটা এরূপ স্বপ্ন বর্ণনা করলো: আমি দেখলাম, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো রানের উপর নূরানী মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন, পাশেই **দা'ওয়াতে ইসলামীর** একজন মুবাল্লিগ উপস্থিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মুবাল্লিগকে ইরশাদ করলেন: (পুরো বাক্য মনে নেই, সারসংক্ষেপ কিছুটা এরূপ ছিলো) “আমার উম্মত দাড়ি মুন্ডন করে আর এতে আমার বুকে ব্যথা হয়।” একথা শুনে সেই মুবাল্লিগ আমার ক্লিন শেভড চেহারায় তার উভয় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার চোখ খুলে গেলো। (সম্ভবত সেই স্বপ্নটি বেশী দেরীর ছিলো না, সেই যুবকটি আমার সামনে দাড়ি বৃদ্ধি করার সংকল্প করলো)।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ এর ভালবাসার নিদর্শন সাজিয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা এখনো দাড়ি রাখেননি, তাদের উচিত যে, আপন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার নিদর্শন দাড়ি শরীফ নিজের চেহারায় সজ্জিত করে নেয়া, এই পর্যন্ত দাড়ি মুন্ডন বা চিবুকের নিচে এক মুষ্টির কম রাখা থেকে তাওবাও করে নিন। শয়তান লাখো বাধা প্রদান করলেও দাড়ি সম্পর্কিত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার মনকে নাড়া দেয়ার মতো পুস্তিকা **"কালো বিচ্ছু"** পড়ে নিন।

সরকার কা আ'শিক ভি কিয়া দাড়ি মুন্ডাতা হে
কিউ ইশক কা চেহারে সে ইযহার নেহি হো তা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❁❁❁ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

تُوۡبُوۡا اِلَی الله! اَسۡتَغۡفِرُ الله

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❁❁❁ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্বরে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ان شاء الله عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** ان شاء الله عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। ان شاء الله عزوجل

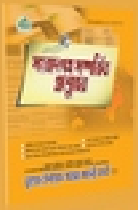

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৫৫৫০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net